তারিখ 22. JAN. 2016
পৃষ্ঠা ৩-৭ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনায় নিহতদের স্মরণে মোমবাতি মিছিল —এএফপি

পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলায় ব্যাপক বিক্ষোভ

দেশজুড়ে মোমবাতি মিছিল, হামলাকারী শনাক্ত

■ বিবিসি

পাকিস্তানের বাচা খান বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি হামলায় ২১ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় পেশোয়ারসহ বিভিন্নস্থানে বিক্ষোভ, মোমবাতি মিছিল করা হয়েছে। গত বুধবার এ হামলায় ৪ জন হামলাকারীও নিহত হন। এছাড়া হামলাকারীদের সনাক্ত করা গেছে বলেও সামরিক সূত্র জানিয়েছে।

হামলার ঘটনায় দেশটিতে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। নিহতদের স্মরণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কোয়েটা শহরে মোমবাতি মিছিল করা হয়েছে। করাচিতে অসংখ্য মানুষ হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল অসীম বেজওয়া জানান, হামলাকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ করা হবে না। হামলাকারীরা কোথা থেকে এসেছে, তাদেরকে কারা পাঠিয়েছে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তাদের মোবাইল ফোন থেকে পাওয়া গেছে। হামলার আগে সন্ত্রাসীরা যে সব মোবাইল ফোনে অনবরত কথা বলছিল সেগুলোর দুইটি আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। জানান বেজওয়া। তবে তথ্যগুলো স্পর্শকাতর হওয়ায় এখনই উন্মুক্ত করা যাচ্ছে না বলেও সংবাদপত্র ডনের বরাতে জানা গেছে। ওদিকে কয়েকদিন আগেই সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার সন্দেহে পেশওয়ার কর্তৃপক্ষ স্কুলগুলো বন্ধ করে দেয়।

অন্যদিকে একজন পাকিস্তানি তালেবান হামলার দায় স্বীকার করলেও এর প্রধান মুখপাত্র তা অস্বীকার করেছেন। বাচা খান বিশ্ববিদ্যালয় পেশোয়ার থেকে ৫০ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দূরে অবস্থিত। ঐদিন সকালে বন্দুকধারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠানে অস্ত্রধারীরা গুলি চালায়। তাছাড়া অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর ওপরও হামলা করে। এতে একজন অধ্যাপক, দুইজন মালি ও একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং ১৭ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়। তদন্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট পীর সাহাব বার্তা সংস্থা এএফপি'কে একথা জানিয়েছেন। ২০১৪ সালে এই গ্রুপটিই স্কুলে হামলা চালিয়েছিল। ঐ ঘটনায় ১৩০ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়।